দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবির প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় তোলপাড়

আরো ৩ জন আটক ॥ কেন্দ্রীয়ভাবে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

■ সাইদুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়টির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই ঘটনায় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ছাপানোর ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে প্রশ্নপত্রটি প্রেস থেকে না প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটির কাছ থেকে ফাঁস হয়েছে তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মানার প্রিন্টার্স কর্তৃপক্ষ বলছে, তাদের কাছ থেকে কোন ক্রমেই প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। অন্যদিকে, আইইআরের প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটি বলছে, সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়েছে। এখান থেকে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান ইত্তেফাককে বলেন, গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বাইরে থেকে ছাপানো হতে পারে, কিন্তু বাইরে থেকে ছাপানোও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। ইনস্টিটিউটে তদন্ত কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। নতুন করে পাঁচ সদস্যের আরো একটি কমিটি করা হয়েছে। এ ঘটনায় মানার প্রিন্টার্সের তিন কর্মকর্তাকে আটক করেছে পুলিশ। একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এবারের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআরের) এ পরীক্ষার জন্য তিনটি সেট প্রশ্ন করা হয়েছিল। এর মধ্যে আইইআর থেকে ১ নম্বর সেট করা হয়। পরে তা পেন ড্রাইভে করে কাঁটাবনের ৮, নীলক্ষেত বাবুপুরা মানার প্রিন্টার্সে সেটআপ করা হয়। ১০, নীলক্ষেত বাবুপুরার মানার প্রিন্টার্স থেকে ছাপানো হয়। আর বাকী ২ নম্বর ও ৩ নম্বর সেট দুটি প্রেসে বসে শিক্ষকরা তৈরি করেন। এর মধ্যে ২ নম্বর সেটটি ফাঁস হয়েছে।

গত বুধবার সকাল ১০ টা থেকে সেটআপ শুরু হয়। সন্ধ্যা সাতটা থেকে ছাপাখানায় দেয়া হয়। এই সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে রাত আটটায় বিদ্যুৎ আসে। টানা ভোর সাড়ে ৫টা পর্যন্ত চলে ছাপানোর কাজ। রাত একটার দিকে দোকানের দুইজন কর্মচারী বাইরে চলে যান। মিন্টু ও সেলিম নামের দু'জন দোকানে রাত যাপন করেন। সেই সঙ্গে পরীক্ষা কমিটির প্রধান অধ্যাপক আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে তিনজন শিক্ষক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছাপার কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে এসে আরেকজন শিক্ষক যোগ দেন।

মানার প্রিন্টার্সের হিসাব পরিচালক শেখ শাহ পরান সাংবাদিকদের বলেন, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন কিভাবে ফাঁস হয়েছে তা জানি না। প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয়নি এটা নিশ্চিত। প্রশ্ন ছাপানোর সময় চারজন শিক্ষক সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজ হাতে কম্পিউটারে সংরক্ষিত ডাটা ডিলিট করেছেন।

পরীক্ষা কমিটির প্রধান অধ্যাপক আব্দুল মালেক ইত্তেফাককে বলেন, কোথা থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এটা নিশ্চিত বলা কঠিন। তবে মোটামুটি নিশ্চিত বলা যায়, আইইআর থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয় নি। প্রশ্ন প্রণয়নের প্রথম থেকে শিক্ষকরা পালাক্রমে উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তে গঠিত চার সদস্যের তদন্ত কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. ওহিদুজ্জামান চান ইত্তেফাককে বলেন, আমরা কাজ শুরু করেছি। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে প্রশ্ন ফাঁস হতে পারে। তদন্ত রিপোর্ট দ্রুত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ দোষীদের গ্রেফতার করেছে।

ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রসহ পাঁচজনকে আটক করলেও জিজ্ঞাসাবাদের পর দুই ছাত্র ছাড়া অন্যদের ছেড়ে দেয়া হয় বলে শাহবাগ থানা সূত্রে জানা যায়। আটক দুই ছাত্র এতে জড়িত থাকার অভিযোগ স্বীকার করেছে। গতকাল শাহবাগ থানা পুলিশ নতুন করে মানার প্রিন্টার্সের তিন কর্মকর্তাকে আটক করেছে। এ পর্যন্ত ১০ জনকে শাহবাগ থানা পুলিশ আটক করল। শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এডভোকেট এ এফএম মেজবাহউদ্দিনকে আহবায়ক করে কেন্দ্রীয়ভাবে আরেকটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক আবদুল আউয়াল খান, প্রক্টর ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান এবং সহকারী প্রক্টর আমজাদ আলী (সদস্য সচিব)। সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ইত্তেফাককে বলেন, ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয়ভাবে আরেকটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআরের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। পরে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিত করে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করে। ঘটনায় জড়িত দুই ছাত্রকে আসামি করে গতরাতে শাহবাগ থানায় একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পেশ

আইইআরে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় ছাপাখানা থেকে

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ছাপাখানার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রশ্নপত্র ছাপার দায়িত্বে নিয়োজিতদের দায়ী করা হয়েছে। তাদের অসতর্কতাতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে আইইআরের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় তদন্ত কমিটির প্রধান অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কাছে এ প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। তদন্ত কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. ওহিদুজ্জামান চান ইত্তেফাককে বলেন, প্রেসে প্রশ্ন নিয়ে যাওয়ার পর তা ফাঁস হয়েছে এটা নিশ্চিত। প্রেসের কম্পিউটার থেকে এ প্রশ্ন ফাঁস করা হয়। ভিসিকে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত কমিটি বিষয়টি অধিকতরভাবে খতিয়ে দেখবে। এ ঘটনায় যারাই জড়িত, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আইইআরের রিপোর্টে প্রশ্ন ফাঁসের কিছু সত্যতা পাওয়া গেছে। অন্য আরেকটি কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গত শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এডভোকেট এ এফএম মেজবাহউদ্দিনকে আহবায়ক করে কেন্দ্রীয়ভাবে ৫ সদস্যের আরেকটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক আবদুল আউয়াল খান, প্রক্টর ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান এবং সহকারী প্রক্টর আমজাদ হোসেন (সদস্য সচিব)। গত বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআরের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়।